অষ্টম অধ্যায়

রম্যগৃহে রাত্রিযাপন

স্বপ্নে আরও দেখলাম, বাড়িটা দেখতে পেয়ে ***খ্রীষ্টিয়ান*** দ্রুতপদে চলল, যদি ওখানে রাত্রি যাপনের স্থান পাওয়া যায়। কিছুটা গিয়ে একটা সরু রাস্তায় পড়ল, সেখান থেকে দারোয়ানের ঘর কাছেই — ডাক দিলেই শুনতে পাওয়া যায়। ***খ্রীষ্টিয়ান*** সামনে তাকিয়ে দেখল, দুটো সিংহ বসে আছে। তার মনে পড়ল, সিংহ দেখেই ***ভীরু*** ও ***সন্দিগ্ধমনা*** পালিয়ে গিয়েছিল। সিংহ দুটো বাঁধা ছিল, কিন্তু সে শেকল দেখতে পায়নি;তাই ভয় পেয়ে ভাবল, *"এগোলে তো মৃত্যু নিশ্চিত, এ বার বোধ হয় ফিরে যেতে হবে।"* এমন সময় ***জাগরূক*** নামে ঐ বাড়ির দারোয়ান ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং ফিরে যেতে উদ্যত দেখে ডেকে বলল, "ওহে তুমি এত ভয় পেয়ে গেলে কেন? (মার্ক ৪:৪০)। সিংহেরা শেকলে বাঁধা আছে, ভয় কি? বিশ্বাসী যাত্রীর বিশ্বাস পরীক্ষা করবার ও অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস প্রকাশ করবার জন্য সিংহ দুটো বেঁধে রাখা হয়েছে। পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে এস, কোন বিপদ ঘটবে না।" — যারা ঈশ্বরীয় পথের "মাঝখান দিয়ে" চলে, অর্থাৎ তা থেকে বাঁয়ে বা ডাইনে না সরে যায়, তাদের কোনও বিপদ হতে পারে না;যা কিছু সিংহের মত তাদের ক্ষতি করতে পারে, ঈশ্বর তা আবদ্ধ রাখেন।

তারপর দেখলাম, সে সিংহের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দারোয়ানের কথা মতো পথের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল;সিংহের গর্জন শুনতে পেল বটে, কিন্তু কোন বিপদে পড়তে হল না। তখন সে হাততালি দিতে দিতে দারোয়ানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এ বাড়িটা কার? আজ রাতে এখানে কি থাকতে পারা যাবে?"

দারোয়ান উত্তর দিল, "এই পর্বতের মালিক যাত্রীদের বিশ্রাম নেবার ও নির্বিঘ্নে থাকবার জন্য এই বাড়ি তৈরি করেছেন। কিন্তু তুমি কোথা থেকে এসেছ, এবং কোথায় বা যাচ্ছ?"

খ্রীষ্টিয়ান— আমি ***ধ্বংস-নগর*** থেকে এসেছি, যাব ***সিয়োন পর্বতে***। সূর্য ডুবে গেছে, তাই রাতে এখানে থাকতে চাই।

দারোয়ান— তোমার নাম কি?

খ্রীষ্টিয়ান— আমার নাম ***খ্রীষ্টিয়ান***, পূর্বে ***অনুগ্রহহীন*** ছিল। যে ***যেফৎকে*** ঈশ্বর ***শেমের*** শিবিরে বাস করতে দেবেন, আমি তারই বংশধর (আদি. ৯:২৭)।

দারোয়ান— এই পথটুকু আসতে তোমার বেলা শেষ হয়ে গেল, — এত দেরি হওয়ার কারণ কী?

খ্রীষ্টিয়ান— অনেক আগে এখানে আসতে পারতাম;কিন্তু আমি দুর্ভাগা, পথের মাঝে কুঞ্জবনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তবুও এর চেয়ে আগে আসতে পারতাম। কিন্তু ঘুমের ঘোরে কুঞ্জবনে আমার প্রবেশপত্রখানা হারিয়ে ফেলেছিলাম, পর্বতের চূড়োর কাছে এসে দেখি প্রবেশপত্র নেই; তাই দুঃখিত মনে আবার সেখানে ফিরে যাই, এবং প্রবেশপত্রটা খুঁজে পাই। তাই যাওয়া-আসাতে এত দেরি হয়ে গিয়েছে।

দারোয়ান— বেশ, বাড়ির মহিলাদের কোন একজনকে ডেকে দিচ্ছি; তোমার সঙ্গে কথা বলে তিনি যদি সন্তুষ্ট হন, তবে বাড়ির রীতি অনুসারে তোমাকে নিয়ে গিয়ে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

এই বলে দারোয়ান ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে এক পরমা সুন্দরী সুশীলা যুবতী বেরিয়ে এলেন। তাঁর নাম ***সতর্কা***;তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে ডাকলে কেন?"

দারোয়ান বলল, "এই লোকটা ধ্বংস-নগর থেকে এসেছে, সিয়োন-পর্বতে যাবে;পথশ্রান্ত হওয়াতে ও রাত হয়ে যাওয়াতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এখানে রাত কাটানো যাবে কি না? একে আমি বলেছিলাম, আপনাকে ডেকে দেব। এখন এর সঙ্গে কথা বলে আপনার যা ভাল মনে হয়, তা-ই করুন।"

সতর্কা খ্রীষ্টিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ, এবং কোথায় চলেছ?"

খ্রীষ্টিয়ান উত্তর দিলে ***সতর্কা*** আবার জিজ্ঞেস করলেন, "বলো দেখি, পথের সন্ধান কেমন করে পেলে?"

সে তাও বলল, আরও বলল, পথে কী কী দেখেছে ও কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে। অবশেষে তিনি নাম জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল "আমার নাম ***খ্রীষ্টিয়ান***"; সে আরও বলল, "দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, পর্বতের ***মালিক*** যাত্রীদের নিরাপদে বিশ্রাম নেবার জন্য বাড়িটা তৈরি করে রেখেছেন;তাই এখানে রাতে থাকবার ইচ্ছে আরও বেশি হয়েছে।"

এ কথা শুনে যুবতী ***সতর্কা*** মুচকি হেসে, একটু ভেবে সজল নয়নে বললেন, "পরিবারের আরও দু-তিন জনকে ডেকে আনি।" এই বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে ***দূরদর্শিনী, ভক্তি*** ও ***প্রীতি*** নামে তিন যুবতীকে ডেকে আনলেন। তারা ***খ্রীষ্টিয়ানের*** সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। তাকে প্রবেশ করতে দেখে অনেকে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, "হে ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এস; তোমাদের মত অতিথিদের সেবার জন্য পর্বতের মালিক এই গৃহ নির্মাণ করে রেখেছেন।"

তারপর ***খ্রীষ্টিয়ান*** তাঁদের নমস্কার করে তাঁদের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গেল। গিয়ে বসার পর তাঁরা তাকে কিছু জলযোগ করতে দিলেন; রাতের খাবার প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির লোকেরা যুবতী তিনজনকে ***খ্রীষ্টিয়ানের*** সঙ্গে আলাপ করতে বললেন। তাঁরা এইভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন —

ভক্তি— ***খ্রীষ্টিয়ান***, আমরা দয়া পরবশ হয়ে আজ রাতে আমাদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছি, এখন তোমার যাত্রার সমস্ত বর্ণনা শুনতে চাই, তাতে আমাদের উপকার হতে পারে।

খ্রীষ্টিয়ান— নিশ্চয় বলব। আপনারা যে এ সব শুনতে ভালবাসেন, এ তো আনন্দের বিষয়।

ভক্তি— ***সিয়োনের*** যাত্রী হবার ইচ্ছে প্রথম তোমার কীভাবে হল?

খ্রীষ্টিয়ান— আমি এক ভয়ঙ্কর বাণী শুনতে পেয়েছিলাম— "যদি এখানে থাক, তুমি নিশ্চয়ই মারা পড়বে"; তাই স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।

ভক্তি— কিন্তু দেশ থেকে পালিয়ে এ পথে এলে কেমন করে?

খ্রীষ্টিয়ান— ঈশ্বরের দয়াতেই তা সম্ভব হয়েছে। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী, ভেবে না পেয়ে যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছি আর ভয়ে কাঁপছি, ঠিক সেই সময় ***সুসমাচার প্রচারক*** নামে একজন লোক আমাকে সংকীর্ণ দরজার দিকে যেতে বলেন; নইলে আমি কখনও ঐ দরজায় পৌঁছতে পারতাম না, আর এ বাড়ির কাছেও আসতে পারতাম না।

ভক্তি— তুমি কি ***অর্থকারকের*** বাড়ি হয়ে এখানে আসনি?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ; সেখানে যা দেখেছি, এ জীবনে তা কখনো ভুলতে পারব না। তিনটে বিষয় তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, — (১) ***খ্রীষ্ট যীশু*** কীভাবে ***শয়তানের*** পরিকল্পনা ব্যর্থ করে মানুষের হৃদয়ে অনুগ্রহের কার্য সাধন করেন; (২) কীভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে একজন মানুষ ***ঈশ্বরের*** অনুগ্রহ ও প্রত্যাশাচ্যুত হয়েছে; এবং (৩) আর একজন স্বপ্ন দেখে কীভাবে ভাবল, মহাবিচারের দিন এসে পড়েছে।

ভক্তি— তৃতীয় লোকটা কি তোমাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলেছিল?

খ্রীষ্টিয়ান— ওহ্, সে কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! তার স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে আমার বুক দুরুদুরু করছিল, তবে শুনে আমার উপকার হয়েছে।

ভক্তি— সেখানে আর কিছু দেখনি?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ দেখেছি; তিনি আমাকে একটা চমৎকার অট্টালিকার সামনে নিয়ে গিয়ে সেখানকার স্বর্ণবস্ত্রে ভূষিত বাসিন্দাদের দেখিয়েছিলেন। এক মহাবীর প্রবেশ দরজার কাছে সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করে কীভাবে অট্টালিকায় প্রবেশ করেছিলেন, এবং সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে অনন্ত গৌরব উপভোগের জন্য সাদরে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা দেখিয়েছিলেন। আমার মন তাতে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল বছর খানেক সেখানে থেকে যাই; কিন্তু অনেক দূর যেতে হবে, তাই থাকতে পারিনি।

ভক্তি— এ ছাড়া পথে আর কিছু দেখতে পেয়েছিলে?

খ্রীষ্টিয়ান— অনেক কিছু দেখেছি। কিছু দূর যেতে না যেতে দেখতে পেলাম, একজন মানুষ ক্রুশে ঝুলছে, ***তাঁর*** সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত পড়ছে। ***তাঁকে*** দেখামাত্র আমার পিঠের বোঝা পড়ে গেল। এই বোঝার ভারে আমি এত কাল ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। এমন

আশ্চর্য ঘটনা পূর্বে কখনও দেখিনি, তাই দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলাম; এমন সময় তিনজন ***তেজোময় পুরুষ*** আমার কাছে এলেন। একজন সাক্ষ্য দিলেন — আমার সমস্ত পাপের ক্ষমা হয়ে গিয়েছে। আর একজন আমার পরা ছেঁড়া কাপড় খুলে ফেলে এই উজ্জ্বল কাপড় পরিয়ে দিলেন; আর তৃতীয়জন আমার কপালের এই ছাপ মেরে দিলেন ও একখানা গোটানো বই দিলেন।

এই বলে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বুকের ভিতর থেকে বইখানা বের করে দেখাল।

ভক্তি— এ ছাড়া আর কি কি দেখেছিলে?

খ্রীষ্টিয়ান— যা যা বললাম, সবই মঙ্গলজনক; কিন্তু এর বিপরীতও কিছু কিছু দেখেছি। পথ থেকে একটু দূরে, এক জায়গায় ***অবিবেচক, অলস*** ও ***দুঃসাহসী*** নামে তিনজন লোক পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় ঘুমোচ্ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিছুতেই তাদের জাগাতে পারলাম না। কিছু দূরে ***রীতি-অনুসরণ*** ও **ভণ্ড** নামে দু'জন লোক, ***সিয়োনে*** যাবে বলে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এসেছিল। কিছুক্ষণ পরেই তারা পথ হারিয়ে ফেলে; আগেই আমি তাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমার কথায় বিশ্বাস করেনি। আমার পক্ষেও এই পাহাড়ে ওঠা ও সিংহের মুখের কাছ দিয়ে আসা, বড়ই কঠিন ব্যাপার মনে হয়েছিল; কিন্তু দারোয়ান বড় ভাল মানুষ, ওর সঙ্গে দেখা না হলে, হয়তো এতটা পথ এসেও আমাকে ফিরে যেতে হত। এখন যে এই গৃহে স্থান পেয়েছি, সেজন্য ***ঈশ্বরের*** ধন্যবাদ করি; আর আপনারাও যে আমাকে গ্রহণ করেছেন, সেজন্য আপনাদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

তার পর ***দূরদর্শিনী, খ্রীষ্টিয়ানকে*** কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলেন।

দূরদর্শিনী— যে দেশ থেকে এসেছ, তার কথা কি কখনও মনে পড়ে না?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ পড়ে, কিন্তু মনে পড়লেই লজ্জাও বিতৃষ্ণা জন্মে। যে দেশ ছেড়ে এসেছি, যদি চাইতাম ফিরে যাবার সুযোগ অবশ্যই পেতাম; কিন্তু এখন তার থেকেও উত্তম দেশের আকাঙ্ক্ষা করি, অর্থাৎ ***স্বর্গীয় দেশে*** যেতে চাই (ইব্রীয় ১১:১৫, ১৬)।

দূরদর্শিনী— দেশে থাকতে যা যা ভাল লাগত, তার কিছু সঙ্গে আননি?

খ্রীষ্টিয়ান— কিছু কিছু এনেছি বটে, তবে নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক; তার মধ্যে যা কিছু মানসিক ও মাংসিকভাবজনিত কল্পনা দ্বারা প্রতিবেশীদের মত আমারও সুখবোধ হত, সেসব এখন দুঃখের কারণ হয়েছে। অন্তরে এখন যে নতুন বাসনা জেগে উঠেছে, তা রূপায়িত হলে পুরনো বিষয় চিন্তা করার আর ইচ্ছা হত না। কিন্তু "আমি যা করতে চাই, তা করতে পারি না, আমার কাছে যা ঘৃণ্য, তা-ই আমি করে থাকি" (রোমীয় ৭:১৫, ২১)।

দূরদর্শিনী— যে সব বিষয় বা বাসনা যাত্রাপথে বাধা জন্মায়, সে সব পরাভূত হয়েছে বলে কি কখনও মনে হয় না?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ কখনও কখনও হয়। আর যে সময় ঐরূপ বোধ হয়, তা আমার পক্ষে বড়ই আনন্দের সময় হয়ে ওঠে।

দূরদর্শিনী— কিসের দ্বারা ঐসব বাধা পরাভূত হয়, মনে করে বলতে পার?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, পারি। ক্রুশের উপর যা যা দেখে এসেছি, তা যখন মনে পড়ে; 'আমাকে দেওয়া' এই উজ্জ্বল পোশাক ও বুকের মধ্যে রাখা বইয়ের প্রতি যখন নজর পড়ে এবং গন্তব্য দেশের চিন্তায় যখন মন উথলে ওঠে, তখন ঐ সব বাধা পরাজিত হয়।

দূরদর্শিনী— ***সিয়োন পর্বতে*** যেতে তোমার এত আকাঙ্ক্ষা কেন?

খ্রীষ্টিয়ান— ***যিনি*** ক্রুশে বিদ্ধ ও হত হয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে ***তাঁকে*** জীবন্ত দেখবার আশা করি; এবং যেসব বিষয় আজ পর্যন্ত আমাকে জ্বালাতন করে আসছে, তা থেকেও নিস্তার পাবার ভরসা করি। শাস্ত্রে আছে, — সেখানে মৃত্যু নেই। কেননা "সর্বাধিপতি প্রভু পরমেশ্বর মৃত্যুকে ধ্বংস করবেন চিরতরে" (যিশাইয় ২৫: ৮)। "তিনি মুছিয়ে দেবেন অশ্রুধারা। থাকবে না আর মৃত্যুর অস্তিত্ব। শোক, আর্তনাদ, আর থাকবে না" (প্রকাশিত. ২১:৪)। আবার মনের মত সঙ্গীদের সঙ্গে সেখানে বাস করতে পারব। এক কথায়, ***তাঁকে*** আমি ভালবাসি, কারণ ***তিনিই*** আমাকে পাপের বোঝা থেকে মুক্ত করেছেন; তবুও পাপরূপ রোগ মাঝে মাঝে আমাকে বিপর্যস্ত করে তোলে, সেখানে পৌঁছলে আর আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। সেখানকার লোকেরা অবিরত "পবিত্র, পবিত্র" বলে ***ঈশ্বরের স্তবগান*** করেন; সেখানে তাঁদের সঙ্গে থাকতে আমার বড়ই বাসনা।

তখন ***প্রীতি খ্রীষ্টিয়ানকে*** জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে আছে?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ, স্ত্রী ও ছোট ছোট চারটি সন্তান আছে।

প্রীতি— তাদের সঙ্গে আননি কেন?

খ্রীষ্টিয়ান— (কাঁদতে কাঁদতে) যদি আসত, বড়ই আনন্দের সঙ্গে তাদের আনতাম; কিন্তু তারা আমার এই যাত্রার বিরোধিতা করেছিল।

প্রীতি— কিন্তু সেখানে থাকলে শেষে বিপদ হবে, তা তাদের বুঝিয়ে বলা তোমার উচিত ছিল।

খ্রীষ্টিয়ান— অনেক বুঝিয়েছিলাম। তা ছাড়াও আমাদের নগর ধ্বংসের বিষয়ে ***ঈশ্বর*** আমাকে যা দেখিয়েছিলেন, তা বলেছিলাম। তারা আমার কথাকে ঠাট্টা মনে করে উড়িয়ে দিল, কানেই নিল না, যেমন লোটের জামাতারা তাঁর কথা ঠাট্টা বলে মনে করেছিল (আদি. ১৯:১৪)।

প্রীতি— ***ঈশ্বর*** যেন তোমার পরামর্শ তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক করেন, সেজন্য কি প্রার্থনা করেছিলে?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ করেছিলাম; কারণ স্ত্রী-সন্তানেরা আমার ভালবাসার পাত্র।

প্রীতি— তোমার নিজের দুঃখের ও বিনষ্ট হবার ভয়ের কথা বলেছিলে? তুমি নিশ্চয় সেই সর্বনাশ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলে।

খ্রীষ্টিয়ান— অনেকবার বলেছি;তা ছাড়া, বিচারের ভয়াবহতা আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল। ভয়ে আমি কাঁপতে ও কাঁদতে থাকি, তা দেখেও তাদের বোঝা উচিত ছিল;কিন্তু কোনও মতে তারা বুঝল না, এবং সঙ্গেও এল না।

প্রীতি— না আসবার কারণ কি?

খ্রীষ্টিয়ান— গিন্নীর ভয়, পাছে সংসারটা হারাতে হয়;আর ছেলেরা তো খেলাধুলোর আমোদেই মত্ত;এইরকম নানা কারণে তারা সঙ্গে না আসাতে, আমাকে একাই বেরিয়ে আসতে হল।

প্রীতি— বেশ, তাদের বোঝাবার জন্য যে সব কথা বলেছিলে, নিজের ব্যবহারের দ্বারা সে সবের ক্ষতি হয়নি তো?

খ্রীষ্টিয়ান— তা হলে বলি, আমার আচরণও যে ভাল ছিল, তা নয়; আমি জানি, আমার অনেক ভুল হয়েছে। আরও জানি, অন্যের মঙ্গলের জন্য বুঝিয়ে বলতে গিয়ে লোকে যে সব ভাল ভাল কথা বলে, আচরণদোষে তার প্রভাব নষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমি খুব সাবধানে চলতাম, পাছে আমার আচরণ কোন ভাবে তাদের বিঘ্নের কারণ হয়, আর তারা আসতে অনিচ্ছুক হয়; এমন কি, সাবধানে চলতাম বলে তারা আমার দোষ ধরত, আর বলত, "তুমি চুলচেরা বিচারে নিজের বিচার করছ, আমাদের বিবেচনায় যাতে কোন দোষ নেই, তাতেও তুমি দোষ দেখে নিজেকে বঞ্চি ত করছ।" যদি কোন আচরণ তাদের বিঘ্নের কারণ হয়ে থাকে, তা কেবল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে ও প্রতিবেশীর অনিষ্ট করতে আমার অনিচ্ছা।

প্রীতি— শোন, নিজের কাজ মন্দ ও তার ভাইয়ের কাজ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভাল ছিল বলে কয়িন তার ভাইকে দু-চোখে দেখতে পারত না (১ যোহন ৩:১২)। ভাল কাজের জন্য যদি তোমার স্ত্রী-পুত্রেরা তোমার উপর বিরক্ত হয়ে থাকে, তবে সৎ কাজে যে তাদের মন নেই, তার পরিচয় তারা দিয়েছে;এখন আর তুমি তাদের রক্তের জন্য দায়ী নও (যিহিষ্কেল ৩: ১৯)।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, রাতের খাবারের আয়োজন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বসে কথা বলতে লাগলেন। খাবার প্রস্তুত হলে সবাই গিয়ে খেতে বসলেন। নানা রকম উপাদেয় খাবারের আয়োজন হয়েছিল (যিশাইয় ২৫: ৬)।

খেতে খেতে তাঁরা পর্বতের ***মালিকের*** বিষয়েই কেবল আলোচনা করলেন। ***তিনি*** কি কি করেছেন, কেনই বা করেছেন, কেনই বা রম্যগৃহ নির্মাণ করিয়েছেন;এইসব বিষয়ে তাঁদের আলোচনা শুনে বুঝতে পারলাম, পর্বতের ***মালিক*** একজন মহাযোদ্ধা, এবং তুমুল যুদ্ধ করে মৃত্যুর উপর কর্তৃত্বকারীকে শক্তিহীন করেছেন (ইব্রীয় ২:১৪, ১৫);তাতে ***তিনি*** নিজেও ভারি বিপদে পড়েছিলেন, তাই আমি ***তাঁকে*** আরও বেশি ভাল না বেসে থাকতে পারলাম না।

খ্রীষ্টিয়ান আরও বলল, "লোকে বলে, এবং আমারও বিশ্বাস, এই কাজ করতে গিয়ে *তাঁকে* প্রচুর রক্ত ঝরাতে হয়েছিল। এই দেশের প্রতি অতিশয় অনুরাগবশত সেই কাজ করাতে তা অত্যন্ত গৌরবের হয়েছে। তা ছাড়া, বাড়ির কয়েকজন বললেন, ক্রুশীয় মৃত্যুর পর আমরা ***তাঁর*** সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ করেছি; ***তাঁর*** নিজের কথাতেই বুঝতে পেরেছি, নিরূপায় যাত্রীদের ***তিনি*** এত স্নেহ করেন যে, সারা দুনিয়াতেও তার সমতুল্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাঁদের কথার প্রমাণস্বরূপ তাঁরা একটা ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, দীনহীনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ***তিনি*** নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছিলেন। ***তিনি*** নিজে আমাদের আরও বলেছেন, ***সিয়োন পর্বতে*** একাকী বাস করতে তাঁর বাসনা নেই। তাঁরা আরও বললেন, তিনি কত আজন্ম ভিখিরী ও 'সারের ঢিবিতে' জন্মানো যাত্রীকে রাজকুমারস্বরূপ করেছেন। তাই তো লেখা আছে, "তিনি ধূলো থেকে দীনহীনকে তোলেন, সারের ঢিবি থেকে দরিদ্রকে উঠান, যেন তিনি তাকে বসিয়ে দেন কুলীনদের সঙ্গে (গীতসংহিতা ১১৩: ৭, ৮; ১শমূয়েল ২: ৮)।

তাঁরা অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করলেন; তার পর নিজেদের রক্ষার ভার ***প্রভুর*** হাতে অর্পণ করে বিশ্রাম নিতে গেলেন। উপরতলার একটা প্রশস্ত ঘরে যাত্রীকে শয়ন করতে দেওয়া হল। এই ঘরের জানালা দিয়ে প্রাতঃসূর্যের কিরণ প্রবেশ করত। ঘরটার নাম ছিল ***শান্তি***; সূর্যোদয় পর্যন্ত যাত্রী নিদ্রা গেল। সকালবেলা জেগে উঠে গান ধরল—

আহা কী অপূর্ব স্থানে এসেছি এখন,
যাত্রিকের তরে হেথা নানা আয়োজন।
আরও দেখি কৃপা, প্রেম, যীশুর এমন
ক্ষমিতে আমার পাপ ভবে আগমন।
এখনই হয়েছি আমি স্বর্গবাসী সম,
মধুর জীবন এই, কি কারণে মম?

সকাল বেলা সবাই উঠলেন। ***খ্রীষ্টিয়ানের*** সঙ্গে নানা কথা বলে শেষে তাঁরা বললেন, "এখানকার আশ্চর্য বিষয়গুলো না দেখে যেতে পারবে না।" তাঁরা ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** প্রথমে পড়াশোনার ঘরে নিয়ে গিয়ে পুরাকালের প্রাচীন গ্রন্থগুলো দেখালেন। আমার ভাল মনে আছে, তাঁরা সেই পর্বতের ***মালিকের*** বংশাবলি পুস্তক দেখিয়েছিলেন; তাতে লেখা ছিল, ***তিনি অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের পুত্র***, এবং অনাদিকাল অবধি বিদ্যমান। তিনি যে যে কাজ করেছেন, তার বিবরণ, এবং যে শত শত লোককে আপনার সেবাকাজে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নাম, এবং কালের আবর্তনে ও স্বাভাবিক ক্ষয়শীলতা হেতু যে গৃহ বিনষ্ট হয় না, এমন গৃহে তাঁদের কীভাবে রেখেছেন, এ সবই লেখা ছিল।

তাঁর সেবকদের কারও কারও কীর্তির কাহিনী তাঁরা ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** পড়ে শোনাতে লাগলেন, — "এঁরা বিশ্বাসে নির্ভর করে রাজ্য জয় করেছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রতিশ্রুত

আশীর্বাদ লাভ করেছেন, সিংহের মুখ বন্ধ করেছেন, লেলিহান অগ্নি নির্বাপিত করেছেন, তরবারির কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, দুর্বলতার মাঝেই শক্তি লাভ করেছেন, যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করেছেন, বিদেশি সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করেছেন" ইত্যাদি, ইত্যাদি (ইব্রীয় ১১: ৩৩, ৩৪)।

তাঁরা সেখানে রক্ষিত প্রাচীন পুস্তকের আরও কিছু কিছু অংশ ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** পাঠ করে শোনালেন; এমন কি, যারা পূর্বে গৃহের ***মালিককে*** চূড়ান্ত অপমান করেছে, তাঁর কাজের কঠোর প্রতিবাদ করেছে, তাদেরও ***তিনি*** অনুগ্রহের পাত্র করে স্থান দিতে ইচ্ছুক, তা-ও শোনালেন। ঐ গ্রন্থে আরও অনেক বিখ্যাত প্রাচীন ও আধুনিক ঘটনার বিবরণ ছিল। তা ছাড়া, শত্রুদের ত্রাস ও বিস্ময়জনক এবং যাত্রীদের সান্ত্বনা ও প্রবোধদায়ী ভাববাণী ছিল, সে সব ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** পড়ে শোনালেন।

পরদিন তাঁরা তাকে নিয়ে অস্ত্রাগারে গেলেন;গৃহের ***মালিক*** যাত্রীদের জন্য যে-সব যুদ্ধ সজ্জা অর্থাৎ তরোয়াল, ঢাল, শিরস্ত্রাণ, বুকপাটা, যাবতীয় প্রার্থনা ও অক্ষয় পাদুকার আয়োজন করে রেখেছেন, সে সব দেখালেন (ইফিষীয় ৬:১৩-১৮)। আকাশের তারকারাশির মত অসংখ্য লোকও যদি ***প্রভুর*** সেবায় নিযুক্ত হয়, তবুও অস্ত্রের অকুলান হবে না।

মালিকের সেবকেরা যা যা ব্যবহার করে আশ্চর্য কাজ করেছেন, (যাত্রাপুস্তক ৭:২০; ১৭:৫, ৬। বিচারকর্তৃগণ ৩:৩১;৪:২১;৭:১৬-২৩;১৫:১৫;১শমূয়েল ১৭:৪৯;২থিষলনীকীয় ২: ৮ পদে দেখুন।) সে সবও ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** দেখানো হল। তাঁরা তাকে ***মোশির*** লাঠি, এবং যে মুগুর ও খোঁটা দিয়ে ***যায়েল, সীষরা*** নামক সেনাপতিকে বধ করেছিলেন, এবং যে তূরী ও মশাল দিয়ে *গিদিয়োন, মিদিয়নীয়* সেনাদলকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করেছিলেন, তা দেখালেন। এ ছাড়া গোরু চরানো যে-লাঠি দিয়ে ***শম্‌গর*** ছশো লোককে বধ করেছিলেন, ও যে কাঁচা হনূ (চোয়ালের হাড়) দিয়ে ***শিমশোন*** বীরত্ব প্রকাশ করেছিলেন, সে সব দেখালেন। তা ছাড়াও, ***দাউদ*** যে ফিঙ্গে দিয়ে ***গলিয়াৎ*** *বীরকে* বধ করেছিলেন, এবং যুদ্ধে গিয়ে প্রভু যে তরোয়াল দিয়ে *পাপ-পুরুষ, অর্থাৎ* ***খ্রীষ্টারিকে*** বধ করবেন, তাও দেখালেন। এ ছাড়া, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখালেন;এ সব দেখে ***খ্রীষ্টিয়ান*** অত্যন্ত আনন্দিত ও তৃপ্ত হল। তার পর তাঁরা সবাই বিশ্রাম নিতে গেলেন।

আবার স্বপ্নে দেখলাম, সকাল হলে ***খ্রীষ্টিয়ান*** উঠে যাত্রা শুরু করতে চাইল। কিন্তু তাঁরা তাকে আর একদিন থাকতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "কাল যদি দিন পরিষ্কার থাকে, তোমাকে ***রম্য গিরিশ্রেণীগুলো*** দেখাব, তাতে তোমার অন্তরে গভীর শান্তি জন্মাবে। কেননা এ স্থানের চেয়ে ঐ পর্বতমালা তোমার বাঞ্ছিত স্থানের আরও নিকটবর্তী।" সে রাজি হল। পরদিন তাঁরা ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** নিয়ে অট্টালিকার ছাদে উঠে তাকে দক্ষিণ দিকে তাকাতে বললেন; তাতে সে অনেক দূরে উপবন, দ্রাক্ষাক্ষেত্র, নানা রকমের ফুল, ফলবান বৃক্ষ, এবং ঝরণা ও সরোবরে শোভিত, মনোরম পর্বতমালা পরিবৃত এক দেশ দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করল, "ঐ

দেশের নাম কি?" তাঁরা বললেন, "***ইম্মানুয়েলের দেশ***;এই পর্বতের মত ঐ দেশেও যাত্রীদের যাবার অধিকার আছে। ঐ দেশ থেকে ***স্বর্গীয় রাজধানীর*** প্রবেশদ্বার দেখা যায়। স্থানীয় মেষপালকদের জিজ্ঞেস করলে পথ দেখিয়ে দেয়।

খ্রীষ্টিয়ান যাত্রা শুরু করতে চাইলে, তাঁরা সম্মত হলেন; কিন্তু প্রথমে তাকে অস্ত্রাগারে নিয়ে গেলেন, এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নানা অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করলেন। তার পর সুসজ্জিত ***খ্রীষ্টিয়ান*** বন্ধু দের সঙ্গে সদর দরজায় এসে ***দারোয়ানকে*** জিজ্ঞেস করল, "এ পথ দিয়ে কোন যাত্রীকে যেতে দেখেছেন কি?" সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ দেখেছি।"

খ্রীষ্টিয়ান— তাকে চিনতে পেরেছিলেন?

দারোয়ান— নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "আমার নাম ***বিশ্বাসী***"।

খ্রীষ্টিয়ান— তাই নাকি? চিনতে পেরেছি। সে তো আমাদের গ্রামের লোক ও আমার প্রতিবেশী; আমারই জন্মস্থান থেকে এসেছে। এতক্ষণে সে কত দূর যেতে পারে, বলে মনে হয়?

দারোয়ান— মনে হয়, পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত গেছে।

খ্রীষ্টিয়ান— ***দারোয়ান*** মশাই, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকুন। আপনি আমার প্রতি দয়া করেছেন। প্রভু সর্বদা আপনার মঙ্গল করুন।

খ্রীষ্টিয়ান এ বার পুনরায় যাত্রা শুরু করল, কিন্তু ***সতর্কা, ভক্তি, প্রীতি*** ও ***দূরদর্শিনী*** পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে চললেন। যেতে যেতে পূর্বের নানা প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে পাদদেশে পৌঁছলেন। তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, "তাই তো, পাহাড়ে ওঠাও যেমন কঠিন, দেখছি, নামাও তেমনই কঠিন।" ***দূরদর্শিনী*** বললেন, "তা ঠিক; ***নম্রতা-তল*** ভূমিতে নামছ তো, হোঁচট না খেয়ে এ পথে যাওয়া বড়ই কঠিন। কেননা ঈশ্বর যখন উপযুক্ত কারণবশত আপন ভক্তকে নত অবস্থায় আনেন, তখন সাবধান হওয়া প্রয়োজন, পাছে অসন্তোষ, অবিশ্বাস, বচসা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জীবনে পাপ প্রবেশ করে; চলার পথে সতর্কতা, ভক্তি, প্রীতি ও দূরদর্শিতা থাকা দরকার। এই জন্যেই তো পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমরা এসেছি।" তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** খুব সন্তর্পণে নামতে লাগল, তবুও দেখলাম, দু-একবার তার পা পিছলে গেল।